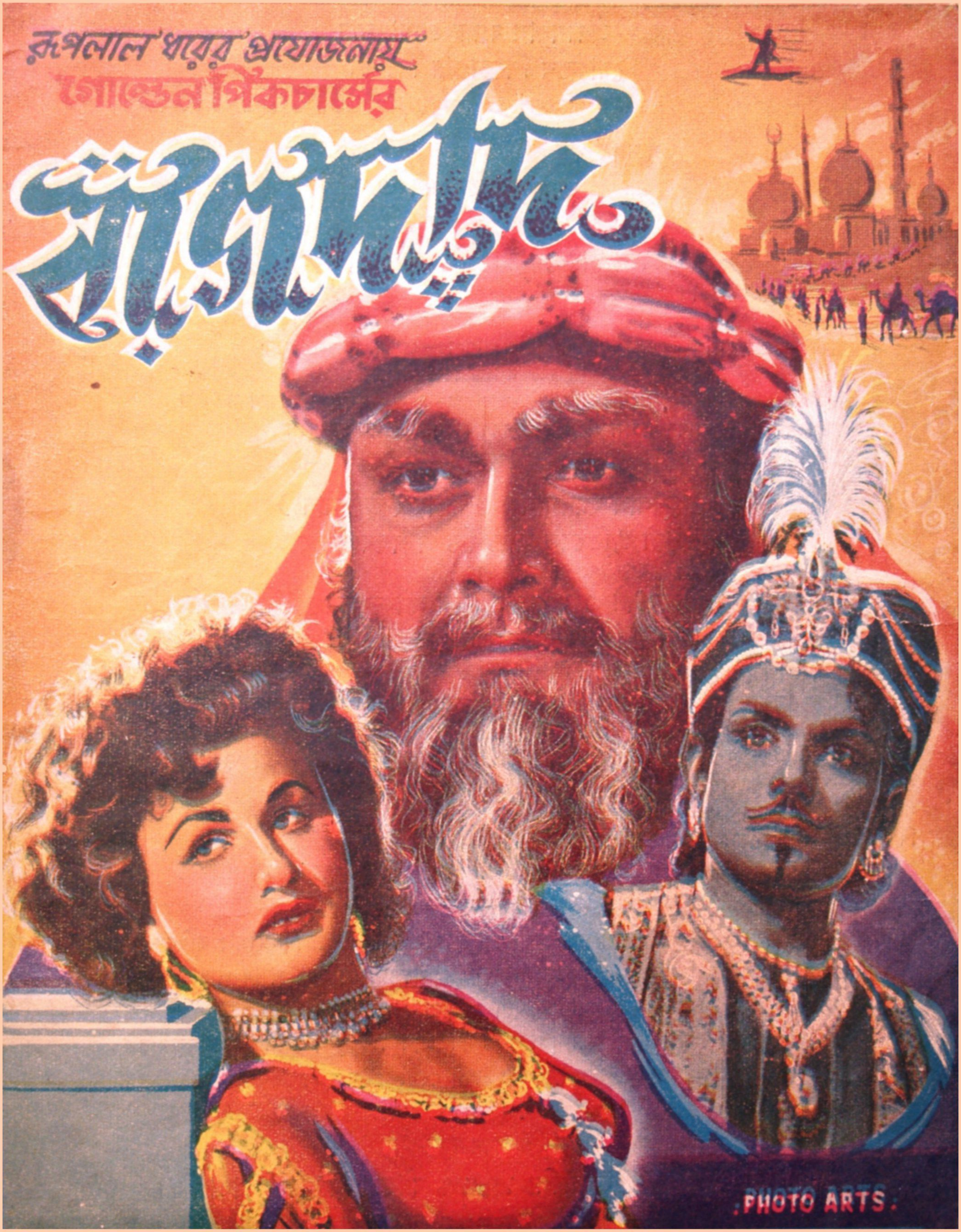
রূপলাল ধরের প্রযোজনায়
গোল্ডেন পিকচার্সের
.PHOTO ARTS.

শ্রীরূপলাল ধরের প্রযোজনায়
গোল্ডেন পিকচার্সের নিবেদন—

"বাগদাদ"

সংলাপ, গীত-রচনা, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—

শ্যাম চক্রবর্ত্তী, এম, এ

সঙ্গীত পরিচালনা—

রবি রায় চৌধুরী ও শৈলেন ব্যানার্জ্জী

চিত্রশিল্পে—**জয়ন্ত জানী**
শব্দ-গ্রহণে—**শিশির চ্যাটার্জ্জী**
সম্পাদনায়—**রবীন দাস**
শিল্প-নির্দ্দেশে—**বটু সেন**
নৃত্য-পরিচালনায়—**পিটার গোমেশ**
প্রচার-সচিব—**সুশীল মাধব বোস**

প্রধান সংগঠক—**শ্যামসুন্দর চন্দ্র ও রবীন্দ্র মল্লিক**
প্রধান কর্ম-সচিব—**সমর ঘোষ**
ব্যবস্থাপনায়—**তারাপদ ব্যানার্জ্জী**
রূপ-সজ্জায়—**শৈলেন গাঙ্গুলী**
কোষাধ্যক্ষ—**হাব্লা চন্দ্র ও লক্ষণ সরকার**
আলোক-সম্পাতে—**হেমন্ত দাস**

— কৃতজ্ঞতা স্বীকার —

ঠাকুরলাল হীরালাল এণ্ড কোং (জুয়েলার্স)
ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত
ও
ইন্দ্রপুরী সিনে ল্যাবরেটরী এবং বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটরীজ্ লিঃ এ পরিস্ফুটিত

— সহকারীবৃন্দ —

পরিচালনায়—**দিলীপ দে চৌধুরী** (প্রযুক্তি), **অনিল মিত্র** (অভিনয়), **সমর দত্ত** (ধারারক্ষা)
সঙ্গীত পরিচালনায়—**নরেন ভট্টাচার্য্য ও বারীন চ্যাটার্জ্জী**
চিত্রশিল্পে—**নরসিংহ রাও ও শিশির ভট্টাচার্য্য**
শব্দ-গ্রহণে—**সুশীল বিশ্বাস**
সম্পাদনায়—**শেখর চন্দ**
শিল্প-নির্দ্দেশে—**গুপী সেন, সাধন লাহিড়ী, সোমনাথ চক্রবর্ত্তী**

নৃত্য-পরিচালনায়—**মঙ্গল বন্দ্যোপাধ্যায়**
ব্যবস্থাপনায়—**অশেষ ব্যানার্জ্জী**
রূপ-সজ্জায়—**দুলাল দাস, দুর্গা চ্যাটার্জ্জী, অনন্ত দাস, অনাথ মুখার্জ্জী ও শের আলী**
প্রচার-শিল্পে—**ফটো আর্টস্**
যন্ত্র-সঙ্গীতে—**সুরশ্রী অর্কেষ্ট্রা**
আলোক-সম্পাতে—**তিনকড়ি, অনিল, তারাপদ, মণ্টু, মনোরঞ্জন ও বিনয়**

— ভূমিকায় —

বেগম পারা : বিকাশ রায় : পদ্মা দেবী : নীতিশ মুখোপাধ্যায় : নীলিমা দাস : হরিধন মুখার্জী : রেবা বোস : প্রীতি মজুমদার : নিভাননী দেবী : সন্তোষ সিংহ : শ্যাম লাহা : প্রমোদ গাঙ্গুলী : নবদ্বীপ হালদার : তুলসী চক্রবর্ত্তী : আশু বোস : হৃষি দাস : অনিল মিত্র : মদন রাণা : লক্ষণ সরকার : মিসেস্ পার্ল : বেলা বোস : পুষ্প দেবী : অসীমকুমার : নমিতা চ্যাটার্জ্জি : ফুলু বোস : রত্না দেবী : যাদুকর এস, মাধব
ও আরো ১০০১ জন

— পরিবেশনা —

গোল্ডেন ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটর্স লিঃ ১৭৯।১এ, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩।

কাহিনী

'মুস্কিল আসান'।.........

ভিন্‌দেশী ফকিরের ছদ্মবেশে হঠাৎ খালিফ হারুণ-অল-রসিদের কণ্ঠস্বর শোনা গেল আবু হোসেনের দরজায়। কৃপণ পিতার মৃত্যুর পর অল্পদিনের মধ্যেই দান-খয়রাতি আর বন্ধুদের নিয়ে হৈ-হুল্লোড়ে সারা বাগদাদ জুড়ে যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করে ফেলেছিল দিল-দরিয়া আবু হোসেন। তার গরীবখানা থেকে শূন্য হাতে কোনদিন ফিরে যেতো না কোন অতিথ্-ফকির। সন্ধ্যে থেকেই বাড়ীতে বসতো মজলিস—নাচে গানে এই বে-দরদী দুনিয়াকে বেহেস্ত বানাবার স্বপ্ন দেখতো আবু হোসেন আর তার বন্ধুরা।

খালিফ এসেছিলেন আজ তাই ছদ্মবেশে তাকে পরীক্ষা করতে। ভিক্ষে চাইতেই খালিফের ভিক্ষাপাত্রে আবু হোসেন উজাড় করে ঢেলে দিলে রাত্রের খরচের জন্যে রাখা তার সমস্ত আসরফির তোড়া। আর সেই সংগে দুঃখ করে বল্লে,—"জানেন ফকির সাহেব, খোদাতালা যদি একদিনের জন্যেও আমাকে বাগদাদের খালিফ করে দিতেন তাহলে বাগদাদ সহরে গরীব বলে ভিক্ষে করে খেতে আমি কাউকে রাখতাম না।"

সেদিনের মত সেখান থেকে বিদায় নিলেন খালিফ।.. ....

পরদিন অপরাহ্নে সহরের একপ্রান্তে একটি জন-বিরল সেতুর ওপর বিষণ্ণ আবু যখন তার প্রিয় সহচর আহম্মদের সংগে গল্প করছিল তখন আবার তিনি ধূমকেতুর মত উদয় হলেন তাদের দুজনের মাঝখানে। তবে আজ আর সেই

পুরোনো মুস্কিল আসানের ছদ্মবেশে নয়—একেবারে নতুন সাজে, নব পরিচয়ে। আজ তিনি বসরা থেকে আগত এক সওদাগর। রাত্রি যাপনের জন্যে তিনি চাইলেন একটু থাকবার আস্তানা। পরম সমাদরে আবু হোসেন নিয়ে এলো তাঁকে তার বাড়ীতে।

দুই বন্ধুতে মিলে কোমর বেঁধে লেগে গেল অতিথির পরিচর্য্যায়। তাঁর খাতির যত্নের কোন ত্রুটি রাখলে না কেউ। রাত্রে সরাবের নেশার ঝোঁকে খালিফের কাছে আবু হোসেন আবার ব্যক্ত করে ফেল্লে তার অন্তরের সেই প্রার্থনা—"ইয়া আল্লা, যদি একদিনের জন্যেও বাগদাদের খালিফ হতাম—একদিনের জন্যেও।"

সওদাগরবেশী খালিফ আজ তৈরী হয়েই এসেছিলেন আগে থেকে। সরাবের সংগে ঘুমের ঔষধ মিশিয়ে আবুকে সংজ্ঞাহীন করে তাঁর লুকানো লোকজনের সহায়তায় তিনি তাকে নিয়ে গেলেন রাজ-প্রাসাদে।

* * *

সকালবেলা চোখ খুলেই আবু হোসেন তো অবাক! রাতারাতি সত্যিই কি সে বেহেস্তে পৌছে গেল নাকি? হারেমের বাঁদীরা দল বেঁধে গান গেয়ে, নেচে নেচে তাকে চোখ মেলতে বলছে—গোসল করবার জন্যে তাড়া লাগাচ্ছে জাহান্নমের দৈত্যের মত একজন কালো হাবসী—দরবারে নিয়ে যাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করছেন উজীর! রীতিমত ঘাবড়ে যায় বেচারী আবু। বারেবারে তার সন্দেহ হতে থাকে সে বেঁচে আছে কিনা! জোর করে তাকে সবাই ধরে নিয়ে গেল গোসলখানায়—পরিয়ে দিলে বাদশাহী পোষাক—নিয়ে চল্ল দরবারে। এ সব খালিফি আদব-কায়দায় গরীব আবু হোসেন অভ্যস্ত নয়—যাচ্ছেতাই ভাবে লোক হাসাতে লাগলো সে সব কিছুতেই। কিন্তু তখ্‌তে বসে সাজানো মামলার বিচার বিবেচনায় সে তার প্রখর বুদ্ধির পরিচয় দিতে লাগলো একে একে। স্তম্ভিত হয়ে গেলেন রাজ-পরিবারের সকলেই।

* * *

সারাদিন আর রাত্রি ধরে হারেমের মধ্যে চললো একদিনের এই ঝুটা খালিফকে নিয়ে নৃত্য-গীতের অফুরন্ত উৎসব। হাবসী-বাঁদী থেকে আরম্ভ করে খালিফ-বেগম পর্য্যন্ত মেতে উঠলেন সরল আবু হোসেনকে নিয়ে নির্মম তামাসায়। তবু কি অদ্ভুত পরিহাস—সবার অলক্ষ্যে আবু হোসেন আর শাহজাদী নৌজাত সেই একদিনেই ভালবেসে ফেললে পরস্পরকে।

শেষরাত্রে পদ্মের মধু'র নাম করে আবার সেই তীব্র ওষুধ মেশানো সরাব খাইয়ে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় আবুকে পৌছে দেওয়া হলো তার নিজের বাড়ীতে।

* * *

সকাল বেলাই ভীড় জমে গেল আবু হোসেনের বাড়ীর সামনে। গতকাল সারা দিন-রাত্রি যার কোন পাত্তা পাওয়া যায়নি হঠাৎ ভোজবাজির মত তাকেই সাত সকালে বাড়ীর দরজায় শুয়ে থাকতে দেখে আর তার মুখে অনর্গল 'দরবার', 'হুরী', 'পরী', ইত্যাদি শুনে সবাই একবাক্যে রায় দিলে,—'নিশ্চয় আবু হোসেন পাগল হয়ে গেছে!'

হ্যাঁ, পাগলই হয়ে গেছে বটে আবু হোসেন! মাত্র একটি রাতে যাকে সে সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালবেসে এসেছে—যার রূপ তার দৃষ্টিকে করেছে সম্মোহিত—যার কণ্ঠ তার অন্তরে তুলেছে আলোড়ন সেই বুলবুলের জন্যে আজ দুনিয়ার সব কিছুকেই সে বিসর্জ্জন দিতে পারে! কিন্তু সে তাকে কিছুতেই ভুলতে পারবে না—তাকে না পেলে সত্যিই সে পাগল হয়ে যাবে!

হারেমের বাগিচায় শাহজাদীও বসে থাকে একা একা আনমনে। আবু হোসেন আচম্বিতে জাগিয়ে দিয়ে গেছে তার অন্তর্নিহিত নারী প্রকৃতিকে—পুরুষের সহজাত স্পর্শে সে যেন আজ জন্ম লাভ করেছে নতুন করে! কিন্তু কোথায় তার সেই প্রিয়তম? সে কি আর কোনদিন ফিরে আসবে না তার এই বাগিচায় ফুল ফোটাতে? চির বিরহের জ্বালাই কি শুধু সম্বল হয়ে রইবে দুজনের জীবনে?

---

(১)

বাইজীর গান

সুধা পিয়ে নে, হো মধু লুটে নে
সুধা পিয়ে নে
অধর সুধার পাত্র আন
মধু পরশে সুখ আবেশে
জীবন ভরে নে
সুধা পিয়ে নে।
মোর দিল বাগিচায় প্রেমের গুলাব
রাঙিয়ে হৃদয় ফটল যে
সরম রাঙা সেই গুলাবে
চুরি করে লুটবে কে
বঁধু আসি বাহুডোরে
ভালবাসি বাঁধো মোরে
সরমেরে দূরে ফেলি
আঁখি মোর চুমে নে
সুধা পিয়ে নে।

কথা : শ্যাম চক্রবর্ত্তী
সুর : রবি রায় চৌধুরী

(২)

ঘুম ভাঙ্গানো গান

তোফা—জাগো, জাগো
সমবেত—জাগো, জাগো, জাগো, জাগো জাগো
তোফা—জাগো,
সমবেত—এ্যলা-লুম, এ্যলা-লুম, এ্যলা-লুম, এ্যলা-লুম
তোফা—জাগো,
গুলাব মেলিল আঁখি
নওরোজী সুরে ঘুমহারা পাখী
ক্ষণে ক্ষণে উঠে ডাকি
সমবেত—ওঠে ডাকি, ওঠে ডাকি
এ্যলা-লুম এ্যলা-লুম এ্যলা-এ্যলা-এ্যলা-লুম
তোফা—জাগো
চুপে চুপে আসি দখিনা পবন
সমবেত—দখিনা পবন এ্যলা এ্যলা লুম, এ্যলা এ্যলা লুম
তোফা—চামেলীর মুখে আঁকে চুম্বন
সমবেত—আঁকে চুম্বন এ্যলা এ্যলা লুম
এ্যলা এ্যলা লুম, এ্যলা এ্যলা লুম
তোফা—ঘুমায়োনা আর, ঘুমায়োনা আর,
ঘুমায়োনা আর
সমবেত—ওঠ ওঠ, জাগো জাগো টুটুক্ স্বপন-ঘোর
তোফা—রাত হয়ে আসে ভোর।

কথা : শ্যাম চক্রবর্ত্তী
সুর : শৈলেন ব্যানার্জী

(৩)

হারেমের গান

আবু—তিরছি নয়ন বাণ সোহাগ আবেশ মাখা
গুণ গুণানো গান।
শুনে হয় বারে বারে ভুল
কে গো তুমি হুরী নাকি
শাহজাদী—উঁহু, বাগিচার বুলবুল, বাগদাদী বুলবুল
সকলে—বাগিচার বুলবুল, বাগদাদী বুলবুল
শাহজাদী—তুমি বুঝি ইরাণের শের
আবু—উঁহু, মুসাফির ভেড়
সকলে—নেতে তেরি রাণা রুম রাণা রাণিয়া
নেতে তেরি রাণা
শাহজাদী—তুমি বুঝি ইরাণের শের
আবু—মুসাফির ভেড়
মেয়েরা—ছিঃ ছিঃ ছিঃ বলোনাকো ফের
ছেলেরা—ছোঃ ছোঃ ছোঃ সহেনাকো দের
আবু—মুসাফির ভেড়
শাহজাদী—রহোগে কেয়া তুম্ মেরে পাস্
আবু—তোমার হারেমে সাকী রবো বারোমাস
সকলে—সাবাস্ সাবাস্ মিঞা মাম্‌লা খালাস
শাহজাদী—আমি তৃষাতুরা মরুভূমি
এসো মোর জল
পিপাসিত বুকে মোর
বহো ছল ছল
মিটাও পিয়াস মোর
ওগো মোর চিত্তচোর
হয়োনাকো মরীচিকা ভুল
আবু—হুকুম তামিল হবে ওগো মোর বুলবুল
সকলে—বাগিচার বুলবুল, বাগদাদী বুলবুল।

কথা : শ্যাম চক্রবর্ত্তী সুর : শৈলেন ব্যানার্জী

(৪)

যাদুকরের গান

লাগ লাগ্ লাগ্ লাগ্ লাগ্ লাগ লাগ্ লাগ্
লাগ ভেল্‌কী লাগ্
দেখো ভানুমতী কা খেল্, মিঞা হিন্দুস্থান কা খেল্
মাদারী কা খেল্, মিঞা রহো হুঁসিয়ার।
যাদু ভারি নয়নো সে ইয়ে জায়দা হায় রঙ্‌দার
দেখো যাদু কা বাহার মিঞা কায়সি ল্যচকদার।
তাক্‌দুম তাক্‌দুম্ তেরে কেটে তাক্ দুম্
তেরে দুম্ মেরে দুম্ লাগ্ ছুঃ
দেখো ইয়ে পানিয়া কেইসে বানগায়ি হায় আগ্।
লাগ লাগ্ লাগ্ লাগ্ লাগ্ লাগ্ লাগ্ লাগ্
লাগ্ ভেল্‌কী লাগ্।
আদারী মাদারী দুনিয়াদারি গান্ধারি তলোয়ার
কাঁহা চালা গিয়া সরকার।
ফির আতি হায় বাহার, দেখো আজিব হুয় তলোয়ার।
তাক্ দুম্ তাক্ দুম্ তেরে কেটে তাক্ দুম্
তেরে দুম্ মেরে দুম্ লাগ ছুঃ
দেখিয়ে আপ্‌কা জোবসে ক্যেয়সী জ্বলতী হুয় চিরাগ
লাগ্ লাগ্ লাগ্ লাগ লাগ্ লাগ্ লাগ্ লাগ্
লাগ ভেল্‌কী লাগ্।

দেখো ক্যেয়সী বাহাদুরী
দেখো আসমান জাতী ডোরী
যাঁহা রহ্‌তা হুর ও পরী
মিঞা গরীব হুয় মাদারী
দো জেব্‌সে কুছ্ কুছ্ ডারী
নেহি তো যাইয়ে আপ্ কাছারী
তাক্ দুম্ তাক্ দুম্ তেরে কেটে তাক্ দুম্
তেরে দুম্ মেরে দুম্ লাগ্
লাগ্ লাগ্ লাগ্ লাগ্ লাগ্ লাগ্ লাগ্ লাগ্
লাগ্ ভেল্‌কী লাগ।

কথা : শ্যাম চক্রবর্ত্তী সুর : রবি রায় চৌধুরী

(৫)

শাহজাদীর গান

মোহব্বতের চিরাগ বুকে জ্বালিয়ে দিয়ে কেন,
দিলরুবারি সুরের জালে আবার কাছে আন,
রূপ মহলের ধূপ আমি নই, নই বাগিচার ফুল,
পরশ হারা গন্ধ আমি ধূম্রজালের ভুল।
আমি কবির ছন্দ পতন সেইটুকু হায় জানো
গন্ধ শুধুই গুমরে মরে পাঁপড়ি কারার ঘরে
ধুম যে মিছেই জড়াতে চায় ধূপ রে বুকের পরে,
গন্ধ কোথায় হারিয়ে যে যায় শুকিয়ে গেলে মালা
ধূপ হলে ছাই ধূমও নাই রয় শুধুই জ্বালা
আমি, গন্ধ-ধূমের প্রহেলিকা এইটুকু হায় জানো।

কথা : শ্যাম চক্রবর্ত্তী সুর : শৈলেন ব্যানার্জী

(৬)

সমবেত গান

সকলে—চাকাইতা চাকদুম্
চাক্ চাক্ চাকদুম্ চাকদুম্
মার দিয়া কেল্লা, হেই মার দিয়া কেল্লা
দিল খুলে গাও গান আর করো হল্লা
তাত্তের লারে লারে লাক্ তারে লারে লাল্লা
চাকাইতা চাকদুম
চাক্ চাক্ চাক্ চাকদুম চাকদুম্
ধা-ত্রে-কেট্-ধিনাক-তা-ত্রে কেট-তিনাগ্
ধা-ত্রে-কেট-ধিনাক-ধা
মুসিবাৎ মুশ্‌কিল দূর হয়ে যা
যা যা যা—যা যা পালা
বিরহ ও বিচ্ছেদ এতোদিনে হলো দূর
তাকদুম্ তাকদুম্ তাকদুম্ দুম্
মিলনের রাগিনীতে দিল তাই ভরপুর
ওরে' বাব্বা—
ওটা কেরে কেরে, ওটা কেরে কেরে

মসরুর—আমি মিঞা মসরুর

সকলে—আমাদের কাছে কেন বৃথা করো ঘুরঘুর্

মসরুর—নাচে গানে দিল মোর
করে দাও ভরপুর
খুসী হবে মসরুর

আহম্মদ—তোফা—তোফা তেরা বাহানা

সকলে—বাহানা

আহম্মদ—চাহতা, চাহতা নাচা-অওর গানা

সকলে—গানা

আহম্মদ—হামারী গলিমে আনা
শুনকে ইন্‌কা গানা
দিল মে খুশিয়া মানানা
তোফা—তোফা তেরা বাহানা

তোফা—এ্যায়সা মাৎ কহনা—চুপ

সকলে—চুপ চুপ চুপ চুপ চুপ চুপ
বোকোনাকো ভুল, তুমি বোকোনাকো ভুল
চেয়ে দেখ আসে ওই

শাহজাদী—বাগিচার বুল্‌বুল্

সকলে—আঁচলেতে বাঁধা বুঝি ইরানেরি শের
ইরানেরি শের—

আবু—উঁহু, মুসাফির ভেড়
আমি, আসিয়াছি ফের

সকলে—কেন কেন কেন

আবু—তোমরাই ভালো করে, ভালো করে জানো
তোমরাই ভালো করে জানো

সকলে—মিটাইতে চাহ যদি মনের সকল সাধ
আজব সহরে এসো আমাদেরি বাগদাদ
বাগদাদ বাগদাদ বাগদাদ বাগদাদ

কথা : শ্যাম চক্রবর্ত্তী সুর : শৈলেন ব্যানার্জী

— পরবর্ত্তী আকর্ষণ —

৺দীনবন্ধু মিত্র রচিত

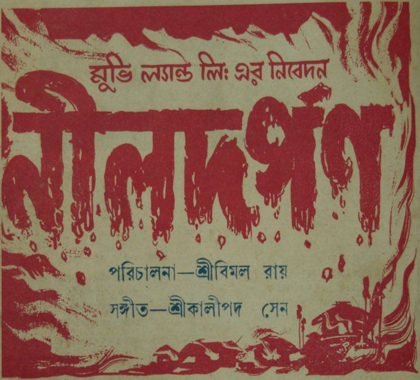

ভূমিকায় :—

সন্ধ্যারাণী : পদ্মাদেবী : রেণুকা : রাণীবালা : পূর্ণিমা : শান্তি সান্যাল : লীলাবতী : জহর গুরুদাস : নীতিশ : হরিধন : সন্তোষ সিংহ : ম্যালকম : ফারুক মির্জ্জা প্রমোদ গাঙ্গুলী : পশুপতি কুণ্ডু : আশু বোস : বিজন কুমার ইত্যাদি

চিত্র-গ্রহণ—সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় : শিল্প-নির্দ্দেশক—সুনীল সরকার : সম্পাদনা—অজিত দাস

: একমাত্র পরিবেশক :

গোল্ডেন ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স লিমিটেড

গোল্ডেন ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স লিমিটেড; ১৭৯।১এ, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ হইতে প্রচার-সচিব শ্রীসুশীল মাধব বসু কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। ইম্পিরিয়াল আর্ট কটেজ, কলিকাতা-৬, হইতে মুদ্রিত।